রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, ডিসেম্বর ২৩, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৮ পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নম্বর ৪৭৯-আইন/২০২৫।—বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী (Special Security Force) আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ২৪ নং আইন) এর ধারা ১২ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান উপদেষ্টা ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) "**অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি**" অর্থ আইনের ধারা ২ (ক) এ সংজ্ঞায়িত অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি;

(খ) "**আইন**" অর্থ বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী (Special Security Force) আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ২৪ নং আইন);

(গ) "**বাহিনী**" অর্থ আইন এর ধারা ৩ এর অধীন গঠিত বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী;

(ঘ) "**নিরাপত্তা**" অর্থ ব্যক্তি, বস্তু ও তথ্যের সামগ্রিক নিরাপত্তা;

(ঙ) "**নিরাপত্তা সংস্থা**" অর্থ আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী (সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী) এবং গোয়েন্দা সংস্থা (জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা ও প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর);

মূল্য : টাকা ৮.০০

(চ) "**মহাপরিচালক**" অর্থ বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীর মহাপরিচালক এবং এই বিধিমালার অধীন কোনো নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাহার নিকট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত বাহিনীর কোনো কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(ছ) "**অনুষ্ঠানস্থল**" অর্থ রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান উপদেষ্টা ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত কোনো অনুষ্ঠান এলাকা যাহা মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত।

৩। **মহাপরিচালকের দায়িত্ব।**—রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান উপদেষ্টা ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে মহাপরিচালক নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব পালন করিবেন, যথা:—

(ক) তাহাদের ঘনিষ্ঠ দৈহিক নিরাপত্তা বিধানের যাবতীয় ব্যবস্থা, সার্বক্ষণিক ও সর্বাবস্থায় নিশ্চিত ও তদারকি করিবেন এবং প্রয়োজনবোধে উহা সংশোধন করিতে পারিবেন;

(খ) অনুষ্ঠানসূচি প্রাপ্তি ও অনুষ্ঠানস্থল চূড়ান্ত হইবার পর এই বিধিমালা ও তদধীন প্রণীত নির্দেশাবলি অনুসরণে উক্ত অনুষ্ঠানের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিবেন;

(গ) নিরাপত্তা ব্যবস্থার সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত সকল সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি সমন্বয় ও তদারকি করিবেন এবং তাহাদের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় জনবল, তথ্য ও উপকরণের সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবেন;

(ঘ) তাহাদের বাসভবন, কার্যালয় ও অনুষ্ঠানস্থলের সার্বিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা (Security and Safety) নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও তদারকি করিবেন;

(ঙ) তাহাদের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষার্থে এবং স্বাচ্ছন্দ্যময় কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন; এবং

(চ) বাহিনীর উত্তরোত্তর উন্নতি ও আধুনিকায়নের জন্য যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ, অস্ত্র, সরঞ্জামাদি ইত্যাদি নিশ্চিত করিবেন।

৪। **হুমকির স্তর।**—গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ও উদ্ভূত পরিস্থিতি পর্যালোচনা সাপেক্ষে মহাপরিচালক হুমকির স্তর নির্ধারণ করিবেন ও তদনুযায়ী সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা সংস্থাকে নির্দেশনা প্রদান করিবেন ।

৫। **গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের কার্যক্রম ও সমন্বয়।**—সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা সংস্থা রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান উপদেষ্টা ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির দৈহিক নিরাপত্তার প্রতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হুমকি সম্পর্কিত গোয়েন্দা মূল্যায়ন বাহিনীকে নিয়মিত অবহিত করিবে এবং তাহাদের জন্য নির্ধারিত প্রতিটি অনুষ্ঠানের পূর্বে উক্ত অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিশেষ গোয়েন্দা প্রতিবেদন বাহিনীর নিকট প্রেরণ করিবে এবং অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে নির্দিষ্ট এলাকা বা স্থানে অবস্থান গ্রহণপূর্বক নিরাপত্তার প্রতি হুমকি সম্পর্কিত তথ্য বাহিনীকে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করিবে।

৬। **বাহিনীর গোয়েন্দা কার্যক্রম।**—বাহিনী উহার নিজস্ব গোয়েন্দা জনবল দিয়ে প্রতিরক্ষামূলক গোয়েন্দা (Preventive Intelligence) কার্যক্রম পরিচালনা করিবে, এবং রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান উপদেষ্টা ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির বাসভবন, কার্যালয় ও অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ করা বা বাহির হওয়া নিয়ন্ত্রণসহ ব্যক্তি, বস্তু ও তথ্যের নিরাপত্তা বিধান করিবে, এবং পারিপার্শ্বিক এলাকায় গোয়েন্দা নজরদারিসহ সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা সংস্থার সহিত সমন্বয়পূর্বক দৈনন্দিন কার্যক্রম সম্পাদন করিবে।

৭। **কর্মকর্তা ও কর্মচারী নির্বাচন।**—যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী দায়িত্ব পালনকালে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান উপদেষ্টা ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সংস্পর্শে নিয়মিতভাবে আসিবার সম্ভাবনা থাকিবে তাহাদিগকে বাহিনীর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা যাচাই-বাছাই (Security Vetting) সাপেক্ষে উপযুক্ততা এবং পেশাগত দক্ষতার ভিত্তিতে নির্বাচন করিতে হইবে।

৮। **অনুষ্ঠানসূচি অবহিতকরণ।**—রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান উপদেষ্টা ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির অনুষ্ঠানসূচি চূড়ান্ত হইবার পর তাৎক্ষণিকভাবে উহা বাহিনী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে এবং তাৎক্ষণিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে টেলিফোন বা বেতার মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠানসূচি অবহিত করা যাইবে।

৯। **অনুষ্ঠানস্থল নির্বাচন।**—(১) রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান উপদেষ্টা ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির অনুষ্ঠানসূচি চূড়ান্ত করিবার পূর্বে তাহার ব্যক্তিগত কর্মকর্তাগণকে নিশ্চিত হইতে হইবে যে, অনুষ্ঠানের আয়োজক রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান উপদেষ্টা ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সমর্থ এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত নিয়মাবলির প্রয়োগ ও প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সম্মত রহিয়াছে।

(২) কোনো অনুষ্ঠানস্থল সম্পূর্ণ নিরাপদ ও উপযুক্ত বিবেচিত না হইলে মহাপরিচালক উক্ত অনুষ্ঠানস্থল পরিবর্তনের বা বাতিলের জন্য সুপারিশ করিতে পারিবেন।

১০। **অনুষ্ঠানস্থলে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন।**—মহাপরিচালক প্রয়োজন সাপেক্ষে অনুষ্ঠানস্থলে একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন করিবেন যেখানে সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা সংস্থা ও আয়োজক সংস্থা হইতে উপযুক্ত কর্মকর্তাগণ নিজস্ব যোগাযোগ মাধ্যমসহ উপস্থিত থাকিবে এবং উক্ত প্রতিনিধিগণ মহাপরিচালক এর নির্দেশনা মোতাবেক কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

১১। **আমন্ত্রিত অতিথি ও অন্যান্যদের পরীক্ষণ।**—রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান উপদেষ্টা ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির জন্য আয়োজিত অনুষ্ঠানে মহাপরিচালক প্রয়োজন মনে করিলে অংশগ্রহণকারী অতিথি এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরাপত্তা যাচাই বাছাইকরণ সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা সংস্থা দ্বারা সম্পন্ন করিবেন।

১২। **আমন্ত্রণপত্র সম্পর্কে সতর্কতা।**—অনুষ্ঠানের আয়োজক আমন্ত্রণপত্র মুদ্রণ ও বিলি করিবার বিষয়ে বাহিনীর সহিত সমন্বয়পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৩। **নিরাপত্তা পাস ও ডিউটি পাস।**—(১) রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান উপদেষ্টা ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যে স্থানে গমন করিবেন সেইস্থানে এবং তৎসংলগ্ন স্থানে যাহারা সাদা পোশাকে দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিবেন, বাহিনীর সদস্য ব্যতীত, তাহাদের সকলকে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিলে নিরাপত্তা পাস এবং অন্য কোনো দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিলে, ডিউটি পাস বহন করিতে হইবে।

(২) বেসামরিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে পুলিশের বিশেষ শাখা বা জেলা বিশেষ শাখা এবং সামরিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর কর্তৃক উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত নিরাপত্তা পাস বা ডিউটি পাস প্রদান করা হইবে।

১৪। **অনুষ্ঠানস্থলে অস্ত্রবহনে বিধি-নিষেধ।**—(১) বাহিনীর কর্মকর্তাবৃন্দ ব্যতীত সাদা পোশাক পরিহিত অন্য কেহই অনুষ্ঠানস্থলে কোনো প্রকার অস্ত্র বহন করিতে পারিবে না এবং অনুষ্ঠানস্থলে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ইউনিফরম পরিহিত ব্যক্তিগণ দৃশ্যমান অবস্থা ব্যতিরেকে অন্য কোনোভাবে অস্ত্র বহন করিতে পারিবে না।

(২) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইলে বিদেশি অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণের সহিত আগত নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ মহাপরিচালকের সহিত পরামর্শক্রমে, অনুমোদিত স্থানসমূহে সাদা পোশাকে অস্ত্র বহন করিতে পারিবেন।

১৫। **সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি।**—(১) রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান উপদেষ্টা ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির অনুষ্ঠানের সংবাদ সংগ্রহে ইচ্ছুক বৈধ ক্ষমতাপ্রাপ্ত পত্রধারী (accreditation card holder) সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এর সহিত সমন্বয় করতঃ তথ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে পুলিশের বিশেষ শাখা হইতে এবং সামরিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর এর মাধ্যমে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর হইতে ডিউটি পাস সংগ্রহ করতঃ উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে পারিবেন।

(২) অনুষ্ঠানের প্রকৃতি ও গুরুত্ব বিবেচনাক্রমে মহাপরিচালক প্রয়োজনবোধে, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এর সহিত পরামর্শক্রমে, অনুষ্ঠানে যোগদানে ইচ্ছুক সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সংখ্যা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

১৬। **তল্লাশি ও সনাক্তকরণ।**—রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান উপদেষ্টা ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির—

(ক) কার্যালয়, বাসভবন, অনুষ্ঠানস্থল ও যানবাহন; এবং

(খ) সফরসঙ্গী ও অন্যান্য যাত্রীর মালপত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক সনাক্তকরণ সাপেক্ষে, বাহিনীর কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে নিরাপত্তামূলক তল্লাশি করা হইবে।

১৭। **বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থার কার্যাবলি।**—(১) রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান উপদেষ্টা ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণের নিরাপত্তায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সকল নিরাপত্তা সংস্থার সদস্যগণ মহাপরিচালকের সরাসরি তত্ত্বাবধানে দায়িত্ব পালন করিবেন এবং মহাপরিচালক, প্রয়োজনবোধে, সংশ্লিষ্ট সকল নিরাপত্তা সংস্থার সমন্বয়ে সভা আহ্বানক্রমে সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনুষ্ঠানস্থলের নিরাপত্তা পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবেন।

(২) অনুষ্ঠান দিবসে নিরাপত্তা সংস্থার সদস্যদের মোতায়েন ব্যবস্থা মহাপরিচালক কর্তৃক সমন্বয় করা হইবে এবং রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান উপদেষ্টা ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সার্বিক নিরাপত্তা সম্পর্কিত ব্যবস্থা সম্পর্কে উক্ত কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১৮। **চিকিৎসা, খাদ্য ও পানির নিরাপত্তা।**—রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান উপদেষ্টা ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, খাদ্য এবং পানির নিরাপত্তা তাহাদের নিজ নিজ ব্যক্তিগত চিকিৎসক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত বা সরকারি চিকিৎসকের মাধ্যমে মহাপরিচালক নিশ্চিত করিবেন।

১৯। **ভ্রমণকালীন নিরাপত্তা।**—রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান উপদেষ্টা ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির দেশে ও বিদেশে ভ্রমণকালে তাহাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে মহাপরিচালক কর্তৃক এই বিধিমালা ও তদধীন প্রণীত নির্দেশাবলি অনুসরণে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

২০। **কার্যালয় ও বাসভবনের নিরাপত্তা।**—(১) রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান উপদেষ্টা ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণের কার্যালয় এবং স্থায়ী ও অস্থায়ী বাসভবনের সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব মহাপরিচালকের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং উক্ত স্থাপনাসমূহকে দুর্যোগ বা দুর্ঘটনা (যেমন: অগ্নিকান্ড, ভূমিকম্প ইত্যাদি) হইতে নিরাপদ রাখিবার জন্য মহাপরিচালক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাসমূহের সহিত সমন্বয়ের মাধ্যমে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ও তদারকি করিবেন।

(২) রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান উপদেষ্টা ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নিরাপত্তা সংস্থার সদস্যদেরকে বিভিন্ন বেষ্টনীতে মোতায়েনের মাধ্যমে মহাপরিচালক, এই বিধিমালা ও তদধীন প্রণীত নির্দেশাবলি অনুসরণে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করিবেন, এবং প্রয়োজনবোধে মহাপরিচালক এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সামরিক সচিবের সহিত পরামর্শ করিতে পারিবেন।

২১। **প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ।**—রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান উপদেষ্টা ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির কার্যালয়, বাসভবন ও অনুষ্ঠানস্থলে আগত দর্শনার্থী, যানবাহন বা যে কোনো বস্তুর প্রবেশ বা বাহির বাহিনী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং বাহিনী এতদসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করিবে।

২২। **জাতীয় সংসদে অবস্থানকালীন নিরাপত্তা।**—(১) রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান উপদেষ্টা ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির জাতীয় সংসদ ভবনে অবস্থানকালে তাহাদের নিরাপত্তা মহাপরিচালক নিশ্চিত করিবেন, তবে অধিবেশন কক্ষের অভ্যন্তরে তাহাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব স্পীকারের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, জাতীয় সংসদ ভবনে বাহিনীর সদস্যদের সমন্বয়ে একটি দল মোতায়েন করা হইবে এবং প্রয়োজনবোধে, উক্ত দলের সদস্যগণ স্পিকারের পূর্বানুমতিক্রমে জাতীয় সংসদের অধিবেশন কক্ষে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

২৩। **নিরাপত্তা সংস্থার অনুষ্ঠানে অবস্থানকালীন নিরাপত্তা।**—(১) নিরাপত্তা সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান উপদেষ্টা ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নিরাপত্তা মহাপরিচালক নিশ্চিত করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাহিনীর সদস্যগণ ছাড়াও প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা সংস্থার সদস্য মোতায়েন থাকিবে।

২৪। **বিদেশ ভ্রমণকালীন নিরাপত্তা।**—বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান উপদেষ্টা ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে মহাপরিচালক এই বিধিমালা ও তদধীন প্রণীত নির্দেশাবলি অনুসরণে প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন এবং এই বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বিদেশস্থ বাংলাদেশি মিশন বা দূতাবাস বাহিনীকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিবে এবং ইহা ছাড়াও বিদেশ ভ্রমণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা সংস্থা সার্বিক পরিস্থিতি মূল্যায়নপূর্বক বাহিনীকে গোয়েন্দা প্রতিবেদন প্রেরণ করিবে।

২৫। **বাংলাদেশস্থ বিদেশি মিশন বা দূতাবাসসমূহে অবস্থানকালীন নিরাপত্তা।**—রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান উপদেষ্টা ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বাংলাদেশস্থ কোনো বিদেশি মিশন বা দূতাবাসে অবস্থানকালে উক্ত মিশন বা দূতাবাস পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তাহার যাবতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা মহাপরিচালকের সহিত পরামর্শক্রমে গ্রহণ করিবে।

২৬। **তথ্যের নিরাপত্তা।**—রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান উপদেষ্টা ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির ব্যক্তিগত কিংবা পারিবারিক, বাসস্থান, কার্যালয় ও অনুষ্ঠানস্থল ইত্যাদি সংক্রান্ত সকল ধরনের তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে মহাপরিচালক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং এই উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মহাপরিচালক সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সহযোগিতা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

২৭। **স্বাচ্ছন্দ্যময় কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ।**—রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান উপদেষ্টা ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির কার্যালয়, বাসভবন অথবা অনুষ্ঠানস্থলে অবস্থানকালীন তাহার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্যকে বিবেচনায় রাখিয়া কার্যালয়, বাসভবন অথবা অনুষ্ঠানস্থলের পরিবেশ ও শৃংখলা বজায় রাখিতে হইবে এবং এই বিষয়ে মহাপরিচালক প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান বা পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

২৮। **মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা।**—রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান উপদেষ্টা ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির দৈহিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি তাহাদের মর্যাদা ও সম্মান যাহাতে অক্ষুণ্ন থাকে তাহা বাহিনী কর্তৃক তদারকি করা হইবে এবং এই ক্ষেত্রে মহাপরিচালক যে-কোনো অনুষ্ঠান, সভা বা সমাবেশ ইত্যাদি আয়োজনের পূর্বেই পরিস্থিতি মূল্যায়ন করিবেন এবং মর্যাদা ও সম্মান ক্ষুণ্ন হইবার সম্ভাবনা থাকিলে উক্ত অনুষ্ঠান, সভা বা সমাবেশ ইত্যাদি বাতিল, স্থগিত কিংবা পরিহার করিবার জন্য সুপারিশ প্রদান করিবেন।

২৯। **নিরাপত্তার প্রাধান্য।**—রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান উপদেষ্টা ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণের নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থাসমূহ কূটনৈতিক আচার-আচরণসহ সকল আনুষ্ঠানিকতার উর্ধ্বে প্রাধান্য পাইবে।

৩০। **নির্দেশাবলি জারির ক্ষমতা।**—সরকার, আইন ও এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উহাদের সহিত অসংগতিপূর্ণ নহে এইরূপ নির্দেশাবলি জারি করিতে পারিবে।

৩১। **রহিতকরণ।**—(১) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০০২, অতঃপর রহিত বিধিমালা বলিয়া উল্লিখিত, রহিত হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত বিধিমালার অধীন যে সকল কার্যক্রম সম্পাদন হইয়াছে তাহা এই বিধিমালার অধীন সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই বিধিমালা জারির তারিখে অনিষ্পন্ন কার্যাদি, যতদূর সম্ভব, রহিত বিধিমালার অধীন এইরূপভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উক্ত বিধিমালা রহিত হয় নাই।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল্লাহ পান্না
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd